ভূমিকা

মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে আমিষের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের এই অধিক জনসংখ্যার দেশে রয়েছে আমিষের ব্যাপক চাহিদা। আর এই চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন অধিক উৎপাদন। অপেক্ষাকৃত কম সময়ে অধিক উৎপাদন তথা বাড়তি প্রোটিনের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে পোল্ট্রি শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ডিম একটি সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী প্রোটিনের উৎস। ডিমের মতো অন্য কোন প্রোটিনের উৎস নেই যেখান থেকে খুব সহজেই ও কম মূল্যে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা যায়। আর সেই কারণেই প্রানীজ আমিষের অভাব পূরণ করতে দেশের সর্বত্র গড়ে উঠছে অসংখ্য খামার। এটি একটি অত্যন্ত সম্ভাবনার শিল্প যা নতুন কর্মসংস্থান, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। তাই আজ যে কোন বেকার নিজের উদ্দোগে একটি খামার ছাপন করে অর্থনৈতিক মুক্তি পেতে পারে।

দেশ ও জাতির অগ্রগতির লক্ষ্যে RK ফিড বাজারে নিয়ে এসেছে উন্নত গুনগত মানসম্পন্ন লেয়ার ফিড। একটি লেয়ার খামারের মূল ব্যয় হয়ে থাকে লেয়ার খাদ্য সংস্থানে। তাই গুণগত মান সম্পন্ন খাদ্যের কোন বিকল্প নেই। শুধুমাত্র একটি সুষম লেয়ার খাদ্য ব্যবহারের মাধ্যমেই খামারি ভাই-বোনেরা লাভের মুখ দেখতে পারেন। তাই আজ বাজারে সেরা ফিড হিসেবে RK ফিডের রয়েছে বিশাল চাহিদা।

RK লেয়ার ফিডের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ

খাদ্যের নাম	ব্যবহারের সময়কাল	খাদ্যের ধরন	আদ্রতা (সর্বোচ্চ) %	ক্রুড প্রোটিন (সর্বনিম্ন) %	আঁশ (সর্বোচ্চ) %	ক্যালসিয়াম (সর্বনিম্ন) %	ফসফরাস (সর্বনিম্ন) %	বিপাকীয় শক্তি (সর্বনিম্ন) %
লেয়ার স্টার্টার	১-৮ সপ্তাহ	ক্রাম্বল	১২%	১৯.৫%	৪%	০.৮৫%	০.৪২%	২৮৫০-২৯০০
লেয়ার গ্রোয়ার	৯-১৮ সপ্তাহ	ক্রাম্বল/ ম্যাস	১২%	১৮.৫%	৪%	১.৫-২%	০.৫%	২৮০০-২৮৫০ কিলোক্যালরি/ কেজি
লেয়ার লেয়ার-১	১৯-৪৫ সপ্তাহ	ম্যাস	১১.৫%	১৭.৫-১৮%	৪.৫%	৪%	০.৪৫%	২৭০০-২৭৫০ কিলোক্যালরি/ কেজি
লেয়ার লেয়ার-২	৪৬ সপ্তাহ-শেষ পর্যন্ত	ম্যাস	১১.৫%	১৭%	৪%	৪.১৫%	০.৪-০.৪৩%	২৭০০-২৭৫০ কিলোক্যালরি/ কেজি

লেয়ার জাত

ডিমের প্রকৃতি বা রং অনুসারে লেয়ার মুরগী দুই ধরণের হয়ে থাকে।

সাদা ডিম উৎপাদনকারী
এরা তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট। তুলনামূলকভাবে কম খাদ্য খায়, ডিমের খোসার রং সাদা।
বাংলাদেশে নিম্নলিখিত জাত ব্যবহৃত হয় -
ইসা হোয়াইট, লোহম্যান হোয়াইট, হাবার্ড হোয়াইট, হাই সেক্স হোয়াইট, শেভার হোয়াইট, হাইলাইন হোয়াইট এবং বোভান্স হোয়াইট।

বাদামী ডিম উৎপাদনকারী :
তুলনামূলকভাবে আকারে বড়, বেশি খাদ্য খায়। ডিমের আকার বড়, ডিমের খোসার রং বাদামী।
বাংলাদেশে নিম্নলিখিত জাত ব্যবহৃত হয় :
ইসা ব্রাউন, হাইসেক্স ব্রাউন, সেভার ৫৭৯, লোহম্যান ব্রাউন, হাবার্ড ব্রাউন, হাইলাইন ব্রাউন।

লেয়ার মুরগীর পালন ব্যবস্থাপনা

ক্রুডিং ও অন্যান্য

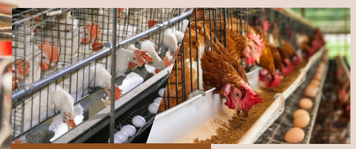

ভালোমানের বাচ্চার বৈশিষ্ট্য

একটি ভালো মানের লেয়ার মুরগীর বাচ্চার ওজন ৩৬-৩৮ গ্রাম হয়ে থাকে।
ভালো মানের বাচ্চার ওজন ও আকারের মধ্যে সমতা থাকে।
ভালো মানের বাচ্চা ঝড়বাড়ে, শুষ্ক ও কিচিরমিচির শব্দ করে থাকে।
ভালো মানের বাচ্চার নাভির চারিপাশ শুষ্ক এবং পশম থাকবে।
বাচ্চার মৃত্যুহার ১% এর বেশি হবে না এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে তা ১.৫% এর বেশি হবে না।
বাচ্চার পা বাকানো হবে না।

ব্রুডিং

একটি সদ্য জন্মানো মুরগীর বাচ্চাকে ধাপে ধাপে বাইরের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য ক্রমহ্রাসমান হারে যে তাপ প্রদান করা হয় তাকে ব্রুডিং বলে।
শীতকালে ব্রুডিং : ৩ সপ্তাহ - ৪ সপ্তাহ
গ্রীষ্মকালে ব্রুডিং : ২ সপ্তাহ - ৩ সপ্তাহ

সঠিক ব্রুডিং না করার ক্ষতিকর দিক সমূহ

- বাচ্চার মৃত্যুহার বেড়ে যাবে।
- বাচ্চা খাদ্য ও পানি কম খাবে।
- বাচ্চার কাঙ্খিত ওজন আসবে না।
- সর্বোচ্চ প্রোডাকশন পাওয়া যাবে না।
- ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কম হবে।

সঠিক ব্রুডিং এর উপকারিতা

- বাচ্চার মৃত্যুহার কম হয়।
- দ্রুত নাভী শুকাতে সঠিক ব্রুডিং ব্যবস্থাপনার ভূমিকা রয়েছে।
- বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- সঠিক বয়সে সর্বোচ্চ ওজন আসে।
- জীনগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।
- সঠিক বয়সে ডিম আসে।
- ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা বাড়ে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

চিকগার্ড
হোবার
লিটার
পত্রিকা/কাগজ
খাবার ও পানির পাত্র
থার্মোমিটার
আদ্রতা মিটার
ইলেকট্রিক বাল্ব

লেয়ার বাচ্চার ব্রুডিং তাপমাত্রা

সপ্তাহ	সেলসিয়াস	ফারেনহাইট
১	৩৫ ডিগ্রি	৯৫ ডিগ্রি
২	৩২ ডিগ্রি	৯০ ডিগ্রি
৩	২৯.৫ ডিগ্রি	৮৫ ডিগি
৪	২৭ ডিগ্রি	৮০ ডিগ্রি
৫	২৩.৫ ডিগ্রি	৭৫ ডিগ্রি

গ্রীষ্মকাল		শীতকাল	
বয়স	ঘন্টা	বয়স	ঘন্টা
০-৩ দিন	২৪	১ম সপ্তাহ	২৪
৪-৭ দিন	২৩	২য় সপ্তাহ	২৩
২য় সপ্তাহ	২২	৩য় সপ্তাহ	২২
৩য় সপ্তাহ	২১	৪র্থ সপ্তাহ	২১
৪র্থ সপ্তাহ	২০	৫ম সপ্তাহ	১৯
৫ম সপ্তাহ	১৮	৬ষ্ঠ সপ্তাহ	১৭
৬ষ্ঠ সপ্তাহ	১৬	৭ম সপ্তাহ	১৫
৭ম সপ্তাহ	১৪	৮ম সপ্তাহ	১৩
৮ম-১৮ সপ্তাহ	প্রাকৃতিক আলো	৯-১৯ সপ্তাহ	প্রাকৃতিক আলো
১৯ সপ্তাহ	১৩.৫	২০ সপ্তাহ	১৩.৫
২০ সপ্তাহ	১৪	২১ সপ্তাহ	১৪
২১ সপ্তাহ	১৪.৫	২২ সপ্তাহ	১৪.৫
২২ সপ্তাহ	১৫	২৩ সপ্তাহ	১৫
২৩ সপ্তাহ	১৫.৫	২৪ সপ্তাহ	১৫.৫
২৪ সপ্তাহ	১৬	২৫ সপ্তাহ	১৬

লেয়ার মুরগীর ভ্যাকসিন কর্মসূচি

বয়স	রোগ ও ভ্যাকসিন	ধরণ	প্রয়োগ পদ্ধতি
৩-৫ দিন	রাণীক্ষেত+ব্রংকোইটিস	লাইভ	চোখে
৭ দিন	গামবোরো+রাণীক্ষেত	কিল্ড	ঘাড়ের নিম্নাংশে চামড়ার নিচে
১০ দিন	গামবোরো	লাইভ	চোখে
১৭ দিন	গামবোরো	লাইভ	পানিতে
২২-২৩ দিন	রাণীক্ষেত+ব্রংকোইটিস	লাইভ	চোখে/পানিতে
২৮ দিন	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Hg)	কিল্ড	ঘাড়ের নিম্নাংশে চামড়ার নিচে
৩২ দিন	ফাউল পক্স	লাইভ	ডানার চামড়ায়
৪৫ দিন	রাণীক্ষেত	লাইভ	পানিতে
৫২ দিন	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Hg)	কিল্ড	ঘাড়ের নিম্নাংশে চামড়ার নিচে
৬০ দিন	ফাউল কলেরা	কিল্ড	ঘাড়ের নিম্নাংশে চামড়ার নিচে
৯ সপ্তাহ	সালমোনেলা	কিল্ড	ঘাড়ের নিম্নাংশে চামড়ার নিচে
১০ সপ্তাহ	রাণীক্ষেত	লাইভ	পানিতে
১১ সপ্তাহ	ইনফেকশাস করাইজা	কিল্ড	ঘাড়ের নিম্নাংশে চামড়ার নিচে
১২ সপ্তাহ	ফাউল পক্স	লাইভ	ডানার চামড়ায়
১৩ সপ্তাহ	ফাউল কলেরা	কিল্ড	ঘাড়ের নিম্নাংশে চামড়ার নিচে
১৪ সপ্তাহ	ব্রংকাইটিস	লাইভ	পানিতে
১৫ সপ্তাহ	সালমোনেলা	কিল্ড	ঘাড়ের নিম্নাংশে চামড়ার নিচে
১৫ সপ্তাহ	ইনফেকশাস করাইজা	কিল্ড	ঘাড়ের নিম্নাংশে চামড়ার নিচে
১৬ সপ্তাহ	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Hg)	কিল্ড	ঘাড়ের নিম্নাংশে চামড়ার নিচে
১৭ সপ্তাহ	রাণীক্ষেত	লাইভ	পানিতে
১৭ সপ্তাহ	রাণীক্ষেত+ব্রংকোইটিস+ইডিএস	কিল্ড	চামড়ার নিচে/মাংসে

ভ্যাকসিন প্রয়োগে বিবেচ্য বিষয়

- সুস্থ সবল বাচ্চাকে ভ্যাকসিন দিতে হবে।
- ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী কোম্পানীর নির্দেশনা অনুসরণ।
- ভ্যাকসিন অবশ্যই বরফের ফ্লাস্কে করে কুল-চেইন বজায় রেখে পরিবহন করা
- প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই হাত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত করতে হবে।
- ভ্যাকসিন প্রয়োগের আগে বা পরবর্তী দুইদিন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করা
- ভ্যাকসিন বাইরে নিয়ে আসার পর ২ ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করা।
- অপর্যাপ্ত পরিমানে ভ্যাকসিনেশন করানো যাবে না। প্রয়োজনের তুলনায় ১০% বেশি ভ্যাকসিন দিতে পারলে ভালো।
- ভ্যাকসিন এর পরে ভায়াল গুলো অবশ্যই মাটিতে পুতে ফেলতে হবে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ঠোটকাটা কর্মসূচী

কর্তন সংখ্যা	কর্তন বয়স (দিন)
প্রথম বার	৭-১০ দিনের মধ্যে
দ্বিতীয় বার	৭-৮ সপ্তাহের মধ্যে ভাল, কোনভাবেই ১২ সপ্তাহের উর্ধ্বে নয়।
তৃতীয় বার	খাঁচায় তোলার আগে শুধুমাত্র বাছাইকৃত মুরগী যাদের ঠোট ভাল অবস্থায় নেই।

সঠিক সময়ে ঠোট কাটার উপকারিতা

- ঠোকরা-ঠুকরি বন্ধ হয় এবং মৃত্যুর হার কমে।
- খাদ্য অপচয় কম হবে। মুরগী সঠিক পরিমানে খাদ্য খেতে পারবে।
- মুরগীর সমতা বজায় থাকবে। ফেদার ও ভেন্ট পিকিং বন্ধ হবে।

ঠোট কাটার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- অবশ্যই দক্ষ লোক দিয়ে ঠোট কাটাতে হবে।
- ব্লেড এর তাপমাত্রা ৮১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে হবে।
- ঠোট কাটার ৩ দিন আগে ভিটামিন-কে পানিতে দিতে হবে এবং ঠোট কাটার দিন এবং তার পরের দিন সহ মোট ৫ দিন ভিটামিন কে চালাতে হবে। এর সাথে ইলেকট্রোলাইট ব্যবহার করতে হবে।
- ঠোট কাটার ৬-৮ ঘন্টা পূর্বে খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে।
- বেশি গরম বা বেশি শীতে ঠোট না কেটে আরামদায়ক তাপমাত্রায় ঠোট কাটতে হবে।
- অসুস্থ ও দূর্বল বাচ্চার ঠোট কাটা যাবে না।

লেয়ার মুরগীর কৃমিনাশক ব্যবহার

- লেয়ার মুরগীকে সাধারণত ৪৫-৬০ দিন বয়সে প্রথমবার কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।
- পরবর্তীতে ৪৫-৬০ দিন পর পর কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে ।
- কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করার আগে ও পরে পাড়ন বা ধকল কাটাতে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শক্রমে মুরগীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় ভিটামিন, লিভার টনিক ও ইলেকট্রোলাইট ব্যবহার করতে হবে।
- সবসময় একই গ্রুপের কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ না করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

মুরগীর বয়স, দৈনিক ওজন, খাদ্য গ্রহন ও ডিম উৎপাদনের হার :

বয়স (সপ্তাহ)	সাদা ডিম উৎপাদনকারী			বাদামী ডিম উৎপাদনকারী		
	দৈনিক খাদ্য (গ্রাম)	দৈনিক ডিম উৎপাদান (%)	গড় দৈহিক ওজন (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্য (গ্রাম)	দৈনিক ডিম উৎপাদান (%)	গড় দৈহিক ওজন (গ্রাম)
১	১০		৭০-৭৫	১১		৬০
২	১৫		১২৫-১৩০	১৭		১২০
৩	২২		১৯০-২০০	২৫		১৯০
৪	৩১		২৭০-২৮৫	৩২		২৭৫
৫	৩৫		৩৪৫-৩৬৫	৩৭		৩৬০
৬	৪১		৪২৫-৪৫০	৪২		৪৫০
৭	৪৫		৫০০-৫৩০	৪৬		৫৪০
৮	৪৮		৫৭৫-৬০৫	৫০		৬৩০
৯	৫১		৬৫৫-৬৯০	৫৪		৭২০
১০	৫৩		৭২৫-৭৬৫	৫৮		৮১০
১১	৫৫		৭৯৫-৮৪০	৬১		৯০০
১২	৫৭		৮৬৫-৯১৫	৬৪		১০০০
১৩	৬০		৯৩০-৯৮০	৬৭		১০৯৫
১৪	৬৩		৯৯০-১০৪৫	৭০		১১৮০
১৫	৬৬		১০৫৫-১১১৫	৭৩		১২৬৫
১৬	৬৯		১১২৫-১১৮৫	৭৬		১৩৫০
১৭	৭২		১১৯০-১২৫৫	৮০		১৪২৫
১৮	৭৮		১২৫০-১৩২০	৮৭		১৪৫০
১৯	৮৪	৪	১৩২০	৯২	১	১৫৫০
২০	৮৯	১৫	১৩৬৫	১০১	১৫	১৬০০
২১	৯৫	৫০	১৪০৫	১০৮	৩৯	১৬৬০
২২	৯৯	৭৮	১৪৫০	১১১	৬৮	১৭২০
২৩	১০৩	৮৬	১৪৮৫	১১২	৮৬	১৭৫০
২৪	১০৫	৯০	১৫১৫	১১৩	৯৪	১৭৭০
২৫	১০৭	৯৪	১৫৪৫	১১৪	৯৫	১৭৯০
২৬	১০৮	৯৫	১৫৭৫	১১৪	৯৬	১৮১০

বায়োসিকিউরিটি

- খামারে প্রবেশদ্বারে অবশ্যই জীবানুনাশক পানি বা ফুটবাথের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- খামারে জনসাধারনের অবাধে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।
- খামারে প্রবেশের পূর্বে গোসল করে জীবানুমুক্ত কাপড়, জুতা, এ্যাপ্রোন পরিধান।
- প্রতিদিন সকালে ও বিকালে সেডের চারপাশে জীবানুনাশক দিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- যানবাহন প্রবেশের পূর্বে চাকা জীবানুনাশক দিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- বাইরের কোন ধরণের গৃহপালিত বা বন্যপ্রাণী যাতে প্রবেশ করতে না পারে।

খামারীদের জন্য কিছু পরামর্শ

বাচ্চা তোলার পূর্বে সেড জীবানুমুক্ত করতে হবে।
বাচ্চা উষ্ঠানোর পরে গ্লুকোজ (৫০ গ্রাম/লিটার), ভিটামিন সি (১ গ্রাম/লিটার), ইলেকট্রোলাইট (১ গ্রাম/লিটার) মিশ্রিত পানি প্রয়োগ করতে হবে।
প্রতি ৩ ঘন্টা পর পর পানি পরিবর্তন করতে হবে।
ঘরের এ্যামোনিয়া ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞ ভেটেরিনারি ডাক্তারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা ।

RK LAYER FEED

বৈশিষ্ট্য

- দেশ বিদেশের খ্যাতনামা পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে স্বয়ংক্রিয় মেশিন দ্বারা উৎপাদিত।
- খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাচামাল আধুনিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রিত এবং আলফাটক্সিন মুক্ত।
- উৎপাদিত খাদ্য গবেষণাগারে পরীক্ষার পর বিতরন করা হয়।
- লেয়ার মুরগীর প্রত্যাশিত ওজনের জন্য এবং মুরগীর সঠিক ডিম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো সঠিক অনুপাতে মিশ্রিত।
- লেয়ার ফিড আকর্ষনীয় ও সুঘ্রানযুক্ত।
- খাদ্য সহজে ও দ্রুত হজম যোগ্য।
- উন্নতমানের পিপি ওভেন ব্যাগে ফিড সরবরাহ করা হয়, ফলে ফিডের গুণগত মান বজায় থাকে।
- প্রয়োজনীয় এন্টিফাংগাল, এন্টিঅক্সিডেন্ট ও টক্সিনবাইন্ডার সমৃদ্ধ হওয়ায় সংরক্ষণে ছত্রাক ও অন্যান্য ক্ষতিকর অনুজীব জন্মাতে পারে না।
- খাবারের দাম গুণগত মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য।

আরকে ফিড

লেয়ার

- বাছাইকৃত ও সেরা কাচামাল
- স্বয়ংক্রিয় মেশিনে প্রস্তুত
- দামে সাশ্রয়ী
- সর্বোচ্চ পুষ্টিমানের নিশ্চয়তা

RK FEED

ফিস ফিড
ভাসমান সুপার মাইক্রো ফিড
ভাসমান রেণুলার ফিড
ডুবন্ত মাছের ফিড

পোল্ট্রি ফিড
লেয়ার ফিড
ব্রয়লার ফিড
সোনালী ফিড

ক্যাটল ফিড
মোটাতাজা
ডেইরি

FEED & POULTRY LIMITED

প্রস্তুতকারক

আরকে ফিড এন্ড পোল্ট্রি লি.

কর্পোরেট অফিস:
বাড়ী#৭, ফ্ল্যাট#বি, রোড# ২/সি, ব্লক#জে
বারিধারা, ঢাকা। ফোন: ০২-৮৮৯৯৮২২
ফ্যাক্টরী : মকিমপুর, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা।

01311 123547

rkfeed2021@gmail.com

FEED & POULTRY LIMITED

যত পুষ্টি তত লাভ

RK LAYER FEED

আরকে ফিড

লেয়ার

www.rkfeed.net